- কোনো ঘোষিত মৎস্য মহলে মহলদার বা অন্য কেউ পাট মারাইতে পারিবে না। (বিধি-২১)
- ১ এপ্রিল হইতে ১৫ জুলাই পর্যন্ত ৭ সেঃমিঃ বার /১৪ সেঃমি হইতে কম ফাঁকের বেরাজাল, মহাজাল, ফাঁসীজাল বা অন্য যে কোনো জাল ঘোষিত মীন মহলে ব্যবহার করা নিষেধ। [ধারা-২৩(১)]
- ১ সেঃমিঃ বার /২ সেঃমিঃ হইতে কম ফাঁকের মশারীজাল সারা বৎসর জুরিয়া মীন মহলে ব্যবহার করা নিষেধ। [ধারা-২৩ (২)]
- ১ এপ্রিল হইতে ১৫ জুলাই পর্যন্ত প্রজনন ঋতুর সময়ে রুই, কাতলা, মৃগাল (মিরিকা), মালি, চিতল, পিঠিয়া, ঘরিয়া, কুঢ়ি এবং খৈরা প্রজাতির ডিম বা শুক্র থাকা গাভিনী মাছ ঘোষিত মীন মহলে মারিতে পারিবে না।

- ১ আগষ্ট হইতে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত রুই, কাতলা, মিরিকা (মৃগাল), চিতল, পিঠিয়া, ঘরীয়া আদি মাছের ২৩ সেঃমিঃ দৈর্ঘ্য হইতে নীচে এবং মালি (কলিয়াজার), ভাঁঙোন, কুঢ়ি মাছের ১০ সেঃমিঃ দৈর্ঘ্য হইতে সরু মাছ খাওয়া বা বেচার জন্য ধরিতে অথবা মারিতে পারিবে না। সরু মাছের ক্ষেত্রে উক্ত বাধা নিষেধ মীন বিভাগের অনুমতি সাপেক্ষে কেবল মীন পালনের জন্য শিথিলকরণ হইতে পারে। [ধারা-২৩ (ক) (২)]
- যদি মাছ ধরার সময়ে তেমন মাছ জালে পরে, তাহা হইলে জীবন্তে জীবন্তেই উক্ত মৎস্য মহলে ছাড়িয়া দিতে হইবে নাইবা মীন বিভাগে সময়ে সময়ে নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া মূল্যে মীন বিভাগকে যোগান ধরিতে হইবে। [ধারা-২৩ (ক) (৩)]
- ১ মে হইতে ১৫ জুলাই পর্যন্ত কোনো নদী, ডোবা, বিল বা মীন মহলে ৭ বর্গ সেঃমিঃ হইতে ছোট ফাঁকের অস্থাবর 'বানা' (বাঁশের তৈয়ারী মাছ ধরাব সরঞ্জাম) মাছ ধরার জন্য ব্যবহার করিতে পারিবে না। (ধারা-২৪)

উপরে উল্লেখিত করা নিষেধাজ্ঞা সমূহ বা আইনের অন্যান্য বিধি ভঙ্গ করিলে অসম মীন আইনের ২২ নং এবং ৪১ নং ধারা অনুসারে আইন ভঙ্গকারী সকলকে সর্বনিম্ন ১০০০ টাকা হইতে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হইতে পারে। যদি একবার জরিমানা ভরার পর পুনরবার আইন ভঙ্গ করে তাহা হইলে প্রথমবার ভঙ্গ করার দিন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিনে ১০০ টাকা করিয়া পুনর জরিমানা ভরিতে লাগিবে।

অন্যহাতে উক্ত জরিমানা ভরার উপরেও সেই প্রকার কামের জন্য ব্যবহার হওয়া জাল, অন্যান্য মাছ ধরার সরঞ্জাম আদি বাজেয়াপ্ত করিতে পারে। লেসী বা মহলদারে এই প্রকার আইন ভঙ্গ করিলে মীন মহল বন্দোবস্তী নাকচ হইতে পারে এবং আমানতের ধনও বাজেয়াপ্ত করা হইতে পারে।

ভারতীয় মীন আইন ১৮৯৭ র ৭ (১) ধারা এবং মীন নীতি ১৯৫৩ সনের ২৭ নং ধারা অনুযায়ী উক্ত আইন ভঙ্গকারী সকলকে দণ্ডাধীশ, আরক্ষী বিষয়া তথা মীন বিভাগের মীন উন্নয়ন বিষয়া বা তাহা হইতে উচ্চ পর্য্যায়ের যেকোনো বিষয়য়াই গ্রেপ্তার করার উপরেও বিধি অনুসারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

আমাদের সকলের জ্ঞাত যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভিতরে দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ রাজ্য অসমে জলাশয়, খাল, বিল ইত্যাদির সাথে ব্রহ্মপুত্র এবং বরাক নদী বা ইহার উপনদী সমূহে এক বিস্তীর্ণ জল সম্পদ আছে। বিশেষত প্রাকৃতিক বিল এবং নদী-উপনদীসমূহে মীন উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া আসিতেছে। আমাদের এই উৎপাদনমুখী উৎস সমূহকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করিতে লগিবে। নদী, উপনদী, জলাশয় এবং বিলগুলিতে যেভাবে খুশী মাছ ধরা, বৎসরের বেশীর ভাগ সময়ে অপতৃণে ঘেরিয়া থাকা, বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাবলীর অভাবের হেতু প্রাকৃতিকভাবে মাছের উৎপাদন দিনে দিনে কমিয়া আসিয়াছে। সেই জন্যই আমরা প্রাকৃতিক পরিবেশকে অক্ষুন্ন রাখিয়া এই উৎসগুলিকে সংরক্ষণ এবং ইহা হইতে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে লাগিবে।

আসুন, আমরা সকলে এই উৎস সমূহকে সংরক্ষণ করি সাথে প্রচলিত মীন সম্বন্ধীয় আইন-কানুন সমূহ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া অসমের মৎস্য উৎপাদনে তথা স্থানীয় প্রজাতির সংরক্ষণে উৎসাহ যোগাই।

প্রয়োজনাধিক সার এবং রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যৱহার মাছের জন্য অপকারী তথা জনস্বাস্থ্যের জন্যেও হানিকারক।

বিশদ তথ্যের জন্য মীন প্রদর্শক, মীন উন্নয়ন বিষয়া, মহকুমা বা জেলা মীন উন্নয়ন বিষয়ার কার্য্যালয় নতুবা মীন সঞ্চালকালয়ে যোগাযোগ করুণ।

মীন তথ্য শাখা ঃ মীন সঞ্চালকালয়, অসম

মীন ভবন, গুৱাহাটী-৭৮১০১৬, দূরভাষ ঃ- ০৩৬১-২৫৪৫১০৪

ই-মেইল ঃ dirfishassam2019@gmail.com, ওয়েব ঃ https://fisheriesdirector.assam.gov.in

২০১৯-২০ বর্ষে মীন বিভাগ, অসমের দ্বারা প্রকাশিত এবং প্রচারিত

।। মাছেই স্বাস্থ্য, মাছেই ধন, করবো অসম নদন বদন।।

মাছ পোনা উৎপাদন তথা স্থানীয় মাছ এবং মাছের উৎস সমূহের সংরক্ষণ সম্পর্কীয় গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম-নীতি

আমাদের ভিত্তি

অসম মীন পোনা আইন, ২০০৫

অসম মীন পোনা নীতি, ২০১০

অসম মীন নীতি, ১৯৫৩ এবং

অসম মীন নীতি (সংশোধিত), ২০০৫

মীন বিভাগ ঃ অসম সরকার

মীন পাম একটির উৎপাদন তথা সামগ্রীক আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুণগত মানের মাছ পোনার গুরুত্ব অপরিসীম। সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উপযুক্ত বয়স এবং সঠিক ওজনের মাছ হইতে পোনা উৎপাদন করিলে সেই পোনার দৈহিক বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। সীমিত কারিকরী জ্ঞান এবং সীমতি আন্তঃগাঁঠনির দ্বারা যেখানে খুশি পোনা উৎপাদন করিলে, সেইসকল পোনা নিম্নমানের হয় এবং মীন পামের সামগ্রিক উৎপাদন কমিয়া যায়। গুণগত মানের মাছের পোনা উৎপাদন এবং স্থানীয় মাছের সংরক্ষণের জন্য অসম সরকারে অসম মীন নীতি ১৯৫৩ এবং অসম মীন পোনা আইন ২০০৫ এর সফল রূপায়নের গুরুত্ব আরোপ করিয়া আসিতেছে। মীন পোনা আইন, ২০০৫ এর ভিত্তিতে অসম মীন পোনা নীতি ২০১০ গৃহীত হইয়াছে। গুণগত মাছপোনা উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই ধরণের প্রচেষ্টা দেশের ভিতরেই প্রথম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। মীন ক্ষেত্রের সাথে জড়িত সমূহ ব্যক্তি তথা সর্বসাধারণ জনগণের সচেতনতা ও সহযোগিতা অবিহনে এই আইন সমূহের সফল রূপায়ন সম্ভব না।

মাছ পোনা উৎপাদনে ব্যবহার করা প্রজননক্ষম মাছের নূন্যতম ওজন

- **কাতলা মাছ, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্পের ক্ষেত্রে ৩ কিঃগ্রাঃ।**
- **রুই, মিরিকা (মৃগাল) মাছের ক্ষেত্রে ১.৫ কিঃগ্রাঃ।**
- **কমন কার্পের ক্ষেত্রে ১ কিঃগ্রাঃ।**
- **কুঢ়ি মাছের ক্ষেত্রে ৫০০ গ্রাম হওয়াটা বাধ্যতামূলক।**
- **প্রজননের জন্য এই সকল মাছের নূন্যতম বয়স ২ বৎসর।**

[অসম মীন পোনা আইন দফা নং - ১১ (৬)]

অসম মীন পোনা আইন এবং নীতি অনুসারে

- বিভাগীয় অনুজ্ঞাপত্র অবিহনে মাছপোনার উৎপাদন, প্রতিপালন এবং পরিবহণ আইনত নিষিদ্ধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ। এই আইন প্রযোজ্য হওয়ার আগে পর্যন্ত পোনা উৎপাদন, প্রতিপালন এবং পোনা ব্যবসা করিয়া থাকা সবাইর অনুজ্ঞাপত্র গ্রহণ করাটি বাধ্যতামূলক।
- মীন পোনা উৎপাদনের জন্য ইচ্ছুক সকলে অনুজ্ঞাপত্রের জন্য নির্দিষ্ট প্র-পত্রে প্রতি বৎসর ৩১ জানুয়ারীর ভিতরে জেলা মীন উন্নয়ন বিষয়াকে আবেদন করিতে লাগিবে এবং জেলা মীন উন্নয়ন বিষয়ায় সরজমিন তদন্ত করিয়া যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

থাইলেণ্ড মাগুর, জাপানী কৈ/ তেলাপিয়া বিগহেড্ কার্প ইত্যাদি মাছের পোনা উৎপাদন তথা প্রতিপালন করাটিয়েই আইনমতে নিষিদ্ধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

বিগহেড্ কার্প

জাপানী কৈ

থাই মাগুর

- মীন পোনা উৎপাদনকারীয়ে বিভাগীয় নিয়ম-নীতির আওতার ভিতরে পোনা উৎপাদন করিতে লাগিবে এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে বিভাগে প্রদান করা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করাটিও বাধ্যতামূলক। [দফা নং-৭(৪)]
- অনুজ্ঞাপত্র এক বৎসরের জন্য প্রদান করা হয় এবং পরবর্তী বর্ষসমূহে নির্দ্ধারিত সময়ে ইহার নবীকরণ করাটিও বাধ্যতামূলক। (দফা নং-৮)
- মীন পোনা উৎপাদন কেন্দ্রটিতে বিজ্ঞানসম্মত নূন্যতম আন্তঃগাঠনি থাকাটাও বাধ্যতামূলক। ইহার অবিহনে বিভাগীয় অনুজ্ঞাপত্র বাতিল হইতে পারে।
- অনুমোদিত এবং নির্দ্দিষ্ট ওজনের মাছেরেই প্রজনন তথা পোনা উৎপাদন করিতে লাগে। [দফা নং-১১(৬)]
- পোনা উৎপাদনের জন্য ব্যবহার হইতে লাগা মাছের কমেও ৩০% অন্য পোনা উৎপাদনকারীর সহিতে বদলাইয়া নিতে লাগে। [দফা নং-১১(৭)] এই ব্যবস্থায় স্ব-বংশীয় প্রজনন (Inbreeding) হ্রাস করিতে পারা যায়। প্রাকৃতিক উৎস যেমন-- নদী, বিল ইত্যাদি হইতে সংগ্রহ করা মাছ হইতে পোনা উৎপাদন করিলে, পোনার গুণগতমান উন্নত হয়।
- একি উৎপাদন কক্ষে (Breeding Pool) একি সময়ে একাধিক প্রজাতির মাছের প্রজনন করিতে লাগে না। এইভাবে করিলে বর্ণসংকর প্রজনন (Cross Breeding) হওয়ার ফলে উৎপাদিত পোনার আনুবংশিক পরিবর্তন হওয়ার সাথে গুণগত মান হ্রাস হওয়ার আশংকা থাকে।
- মাছপোনা উৎপাদনকারী, মাছ পোনা প্রতিপালক তথা মাছপোনা ব্যবসায়ীসকলে পঞ্জীকরণ তথা অনুজ্ঞাপত্র (Licence) পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা মীন উন্নয়ন বিষয়ার কার্য্যালয়ে যোগাযোগ করিতে লাগিবে। (দফা নং-৭(১)

অনুজ্ঞাপত্র পঞ্জীকরণ ব্যয়ের মাপ

শ্রেণী	উৎপাদন ক্ষমতা / জলকালি	ব্যয়ের পরিমাণ (টাকা)
পোনা উৎপাদনকারী	(ক) প্রতিবৎসরে ৫ নিযুত পর্যন্ত স্প'ন	১০০০.০০
	(খ) প্রতিবৎসরে ৫-৫০ নিযুত পর্যন্ত স্প'ন	৩০০০.০০
	(গ) প্রতিবৎসরে ৫০ নিযুতের উপরে স্প'ন	৫০০০.০০
পোনা প্রতিপালনকারী	(ক) জলকালি ১ হেক্টর পর্যন্ত	৫০০.০০
	(খ) জলকালি ১ হেক্টরের উপরে	১০০০.০০
পোনা ব্যবসায়ী	(ক) হাণ্ডিয়াওলা	৫০.০০
	(খ) পাইকারী বিক্রেতা / পোনা বিক্রী বাজারের মালিক	৫০০০.০০
	(গ) পোনা আমদানিকারী	৫০০০.০০
	(ঘ) পোনা রপ্তানিকারী	২৫০০.০০

* অনুজ্ঞাপত্র নৱীকরণের জন্য ব্যয়ের মাপ হইল পঞ্জিকরণ ব্যয়ের ১০%

অসম মীন নীতি, ১৯৫৩ (সংশোধিত ২০০৫) অনুসারে প্রাকৃতিক জলাশয়ে মাছের সংরক্ষণ, বংশবৃদ্ধি এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রজননের সময়ের সাথে বৎসরটির জন্য মাছ ধরা এবং জাল ইত্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু ধরণের বাধা নিষেধ জারি করা হইয়াছে। এইসমূহ আংশিকভাবে এই ধরণের--

- লিজে বা ডাকে নেওয়া মীন মহল কোনো মহলদারে জল সিঁচিয়া মীন মহল শুকাইয়া ফেলিতে পারিবে না (বিধি-১৮) এবং লিজে নেওয়া মীন মহল কচুরীপানা, জলজ উদ্ভিদ আদির হইতে পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হইবে। (বিধি-১৯)